দর্শনায় ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার ১

দর্শনায় নেশা জাতীয়দ্রব্য ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেটসহ নাজমুল হোসেন (৩৪) কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় হোটেল রান্না ঘরের সামনে অভিযান চালিয়ে নাজমুল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। নাজমুল হোসেন জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পেয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর এর নির্দেশে এসআই শামীম রেজা, এএসআই হাফিজ, এএসআই আলউদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রান্নাঘর হোটেল এন্ড সুইটস এর সামনে অভিযান চালিয়ে নাজমুল হোসেন কে গ্রেফতার করে। এসময় নাজমুলের দেহ ও তার সাথে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ২ হাজার পিস ট্যাপেন্ডল ট্যাবলেট (100 mg) উদ্ধার করে ।

এই বিষয়ে তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকাল শনিবারই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

মেহেরপুরে ধর্ষণ ও অপহরণ মামলার আসামীকে পুলিশে দিলো বাবা

এবার ১৩ বছর বয়সী শিশু অপহরণ ও ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের এক সন্তানের জনক সেই

সাহাবুল ইসলাম।

সাহাবুল ইসলাম সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের আহাদ আলীর ছেলে। পেশায় সে ব্যাটারিচালিত আটোবাইক চালক।
মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ আজ রবিবার (২৬ জুন) সকালের দিকে তাকে গ্রেফতার দেখান।

সাহাবুল ইসলাম একই উপজেলার বন্দর গ্রামের ১৩ বছর বয়সী ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া এক ছাত্রীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে গত ২৫ মে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় ওই শিশুর মা বাদী হয়ে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগ এনে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধনী ২০০৩ এর ৭/৩০/৯(১) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং ২৬। তারিখ ২৫/০৬/২০২২ ইং।

মামলার অন্য আসামী হলেন, প্রধান আসামী সাহাবুল ইসলামের ছোট বোন একই গ্রামের সাখাওয়াত হোসেনের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন।

মামলার তদন্তকারী অফিসার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাবীব জানান, মামলা হওয়ার পর আসামীর মোবাইল ফোন ট্র্যাকিং করে মেহেরপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে মামলার প্রধান আসামীকে গ্রেফতার ও ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়েছে।আটক সাহাবুল ইসলামকে আজ রবিবার (২৬ জুন) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে ও ভিকটিমকে আদালতে নেওয়া হয়েছে। এর আগেও এই আসামী আরেকটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছিল।

সাহাবুল ইসলামের পিতা আহাদ আলীকে জানান, আমার ছেলে ও মেয়ে পরোকিয়া প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পরে সদর থানা পুলিশ তাদের হাজির করে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন।

গত শনিবার (২৫ জুন) ঢাকা থেকে তাদের দু’জনকে এনে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।

মেহেরপুরে দুই ব্যাক্তি আটক

মেহেরপুর শহরের দিঘীরপাড়া এলাকা থেকে দুই ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ। এরা হলেন মেহেরপুর শহরের ৫ নং দিঘীরপাড়া এলাকার রওশন আলীর ছেলে হুসাইন (৩৯) ও আবুল কাশেমের ছেলে আশিক (২১)।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জিল্লুর রহমান আজ শুক্রবার সকালের দিকে অভিযন চালিয়ে তাদের আটক করেন।

এসআই জিল্লুর রহমান জানান, এলাকায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টার অপরাধে তাদের ১৫১ ধারায় আটক করা হয়েছে।

আটকদের বিরুদ্ধে ১৫১ ধারায় একটি জিডি করা হয়েছে নং ১০৫৪, তারিখ ২৪/০৬/২০২২ ইং। আটকদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্পিরিট সহ দুই যুবক আটক

২ বোতল স্পিরিট (নেশা জাতীয় দ্রব্য)-সহ বিপ্লব হোসেন (২৪), লালন হোসেন (২২) নামের দু যুবককে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে করমদী-পলাশীপাড়া পাগলার মোড় নামক স্থান থেকে তাদের দুজনকে আটক করে পুলিশ।

বিপ্লব হোসেন গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে, ও লালন হোসেন তেতুলবাড়ীয়া গ্রামের নুর বকসের ছেলে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এসআই মঞ্জুর হাসান জানান, পাগলার ব্রিজের নিকট মাদক নিয়ে কিছু যুবক অবস্থান করছে,এমন সংবাদে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে এ দু’জনকে আটক করে। এসময়

তাদের কাছ থেকে ২ বোতল স্পিরিট উদ্ধার করা হয়। এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৪ জন গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৩ জন ও সিআর মামলার সাজাপ্রাপ্ত ১ জন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা ১ জন, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ফেনসিডিল মামলায় ১ জন ও গাংনী থানা ২ জনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে ৭২ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক ১

৭২ বোতল ফেনসিডিলসহ লিয়াকত আলী (৪৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি)পুলিশের একটি ইউনিট।

আটক লিয়াকত আলী কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার রায়টা গ্রামের জসিম উদ্দীন মন্ডলের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জুন) বিকাল ৫ টার দিকে গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের সেন্টারপাড়া এলাকার জামতলার মোড় নামক স্থান থেকে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করেন। এসময় তাকে বহনকারী একটি সিএনজি জব্দ করা হয়েছে।

ডিবি পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অজয় কুমার কুন্ডর নেতৃত্বে এসআই বিশ্বজিৎ সরকার ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ ডিবি পুলিশের একটি ইউনিট গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিলসহ আটক করেন।

ডিবি পুলিশের এসআই অজয় কুমার কুন্ড বলেন, ভারত থেকে সীমান্ত পার হয়ে ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন সংবাদে সেখানে অবস্থান নেয় ডিবি পুলিশের একটি ইউনিট। সিএনজিসহ ফেনসিডিলের চালানটি আসলে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এক পর্যায়ে পালানো চেষ্টা করে সে। পরে তাকে আটক করে গাড়ির ভিতর থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় ৭২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

ফেনিসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামী লিয়াকত আলীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনীতে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী লাল্টু গ্রেফতার

আদালতের ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল লতিফ ওরফে লাল্টুকে
(৫০) গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশের একটি ইউনিট।
লাল্টু গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের মৃতু আব্দুল মজিদের ছেলে। বুধবার (২২ জুন) দিবাগত মধ্য রাতে লাল্টুর চেংগাড়া বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন ।
আব্দুল লতিফ ওরফে লাল্টুর বিরুদ্ধে সিআর মামলা ৪২৬/১৮ মামলায় আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিলো।
গ্রেফতারকৃত লাল্টুকে আজ বৃহস্পতিবার (২ জুন) সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানান গাংনী থানার ডিউটি অফিসার এসআই মাসুদুর রহমান।

কোটচাঁদপুর তাসলিমা হত্যা মামলার ৩ জন আসামি আটক

ঝিনাইদাহ কোটচাঁদপুরের লক্ষিপুর গ্রামের তাসলিমা হত্যা মামলার সন্দেহ ভাজন ৩ জন আসামিকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের আনার মন্ডলের ছেলে চান মন্ডল, খোসাল মন্ডলের ছেলে বাদল হোসেন ও রমজান আলীর ছেলে আব্বাস আলী। গতকাল বুধবার তাদেরকে আদালতে পাঠিয়েছেন থানা পুলিশ।

জানা যায়, গেল ১ জুন (বুধবার) রাতে দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে হত্যা করে তাসলিমা খাতুন (৩৮)কে । ওই রাতেই বাড়ির পাশের ঘাসের জমিতে পাওয়া যায় ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। পরে পুলিশ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ মর্গে পাঠান। সে উপজেলার লক্ষিপুর গ্রামের ইজিবাইক চালক আলমগীর হোসেনের স্ত্রী।

পরের দিন ওই ঘটনায় তাসলিমার ভাই মোস্তফা রহমান বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করেন। যার নাম্বার ১। তারিখ ০২/০৬/২০২২।

গত মঙ্গলবার রাতে ওই মামলার সন্দেহ ভাজন ৩ জন আসামি চান মন্ডল, বাদল হোসেন ও আব্বাস আলী আটক করে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। ।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মাসুদুর রহমান জানান, আসামীদের অজ্ঞাত করে মামলাটি হয়েছিল। মামলার পর থেকে তদন্তের পর সন্দেহ ভাজন ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে তারা কিছুটা স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। আদালতে নেওয়া হচ্ছে। কি বলেন, তারপর বলা যাবে।

গাংনীতে ৫০পিচ ইয়াবাসহ যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৫০ পিচ ইয়াবাসহ আশিক ইসলাম
(২১) নামের এক যুবককে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪টার সময় গাংনী উপজেলার মোহাম্মদপুর বাগানপাড়া এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আশিক একই উপজেলার কাজীপুর গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে।

ডিবি সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের এসআই বিশ্বজিৎ সরকারের নেতৃত্বে এএসআই হেলাল উদ্দিন, এএসআই মাহাতাব উদ্দিন সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী মোহাম্মদপুর বাগানপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে আশিককে আটক করে। এসময় আশিকের কাছ থেকে ৫০ পিচ ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

আশিকের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

হেরোইন মামলায় গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামের মতিয়ারোর যাবজ্জীবন কারাদন্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় মতিয়ার রহমান নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস ।

সাজাপ্রাপ্ত মতিয়ার রহমান মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান হাওড়া পাড়া গ্রামের আনোয়ার ইসলামের ছেলে।

সোমবার বিকেলের দিকে এ রায় দেন বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস। তবে, আসামী মতিয়ার রহমান পলাতক রয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে ২০১২ সালের ১৪ মে গাংনীর র্যাব -৬ এর এস আই আবুল কালামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে র্যাব – ৬ এর একটি দল ছাতিয়ান গ্রামের মতিয়ার রহমানের বাড়ি অভিযান চালান। ওই সময় মতিয়ার রহমানকে আটক করার পর তার নিকট থেকে ৩২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেন।

ওই ঘটনায় এসআই আবুল কাশেম বাদী হয়ে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ১৯(১) ধারার টেবিলের ১(খ) ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার জি আর কেস নং ৩১২/১২ সেশন নং ১১৫/১২। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলায় মোট ৯ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে আসামি মতিউর রহমান ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ১৯(১) ধারার টেবিলের ১(খ) ধারায় দোষী প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞ আদালত তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। ১০ হাজার টাকা জরিমানা।

অনাদায়ে আরো ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেন। সাজাপ্রাপ্ত আসামি মতিউর রহমান পলাতক থাকায়, সে আটকের দিন থেকে তার সাজার মেয়াদ গননা শুরু হবে। মামলার রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পিপি কাজী শহীদ এবং আসামি পক্ষে এডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল কৌশলী ছিলেন।